সূচীপত্র

চরঘেরী গ্রামে বাঘের আক্রমণে মৃত আট জনের বিধবা স্ত্রীর সাক্ষাৎকার ■ ৫
দাইমা সরস্বতী মৃধার কথা ■ ১৪
চরঘেরীর চার কন্যা ■ ১৭
উপেক্ষিতা মা ঃ সব্যসাচী মন্ডল ■ ২১
ভারতীয় সুন্দরবনে মহিলাদের পরিসংখ্যান ■ ২৪
সীতার লড়াই ঃ রবীন্দ্রনাথ মন্ডল ■ ২৬
বন কন্যাদের দিনকাল ঃ স্বনির্ভরতার মঙ্গলকাব্য ঃ সৌমেন দত্ত ■ ২৯
শবর আদিবাসী ভারতী মল্লিকের কথা ঃ শঙ্করকুমার প্রামাণিক ■ ৩২
মেয়েটিকে ১০১ টাকায় কিনেছিল আমার এক আত্মীয় ঃ শকুন্তলা মিদ্দে ■ ৩৫
তেভাগা আন্দোলন ও সুন্দরবনের নারীসমাজ ঃ শ্যামাপদ রায় ■ ৩৬
সুন্দরবনের জার্নাল ঃ প্রণবেশ সান্যাল ■ ৩৯

বনবিহারির ডায়েরী ■ ৪০

নিয়মিত বিভাগ ঃ সুন্দরবন ঃ ঘটনাপঞ্জি ■ ৪৪

Download
Full Edition
at
Rs. 50/-
only

অনিবার্য কারণবশতঃ তুষার কাঞ্জিলালের ধারাবাহিকটি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল না। ১৫ই অক্টোবর ২০১৪ সংখ্যায় তাপস গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখাটির শিরোনাম হবে সাঁইদার সখীচরণ। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

নামাঙ্কন ঃ দেবব্রত ঘোষ **প্রচ্ছদ ঃ** ছবি - কৌশিক চ্যাটার্জী, পরিকল্পনা - সিদ্ধার্থ গোস্বামী **সূচীপত্রের ছবি ঃ** প্রসেনজিৎ কোলে

চরঘেরী গ্রামে বাঘের আক্রমণে মৃত আটজনের বিধবা স্ত্রী

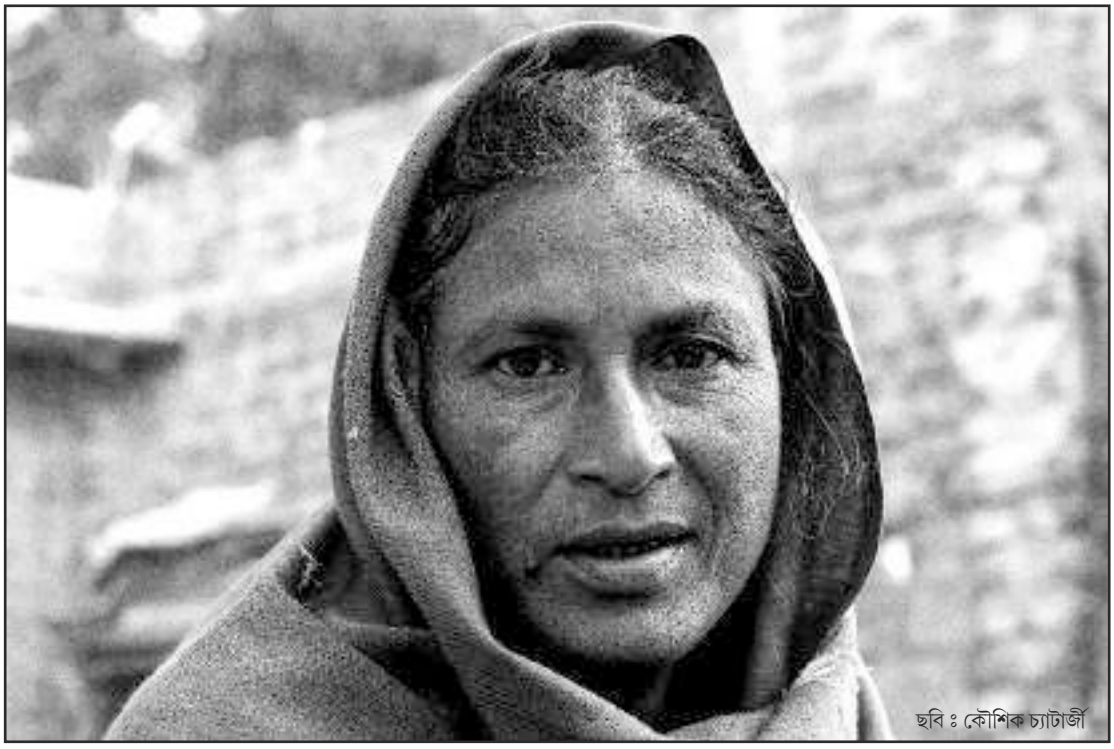

ছবি ঃ কৌশিক চ্যাটার্জী

তিনটি বাচ্চা নিয়ি যা হয় করি সংসার চালাইব ফিরি যাব না

সুচিত্রা মন্ডল (৪০)

বাপের বাড়ি কোথায় ছিল আপনার ?

বাপের ঘরও ১০ নম্বর চরঘেরী, শ্বশুরের ঘরও ১০ নম্বর চরঘেরী।

কত বছর আগে বিয়ে হয়েছে ?

১৬ বছর বয়স ছিল তখন আমার।

আপনার স্বামী কীভাবে চলে গেলেন ?

জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে জঙ্গলে পড়েছিল। বাঘে নিয়ি গেছিল, এই সামনে কালীর চরে।

আপনিও মাছ কাঁকড়া ধরতেন ?

না আমি তখন ধরতাম না, ছোট ছোট তিনটে বাচ্চা ছেল তখন, আমি যাতাম না, উনি গেছিল, ছোট ভাই ছেল আরও পাশের দাদারা ছেল, তাদের সাথে গেছিল।

আপনি কখন খবর পেলেন ?

এই সাতটার দিকি জঙ্গলে পড়িছে আর দশটার দিকি আমরা সংবাদ পাইছি। সে তো ফিরিয়ে নিয়ি আসতে পারে নি। তখন আমার তিনটে ছেলে ছোট, মেয়েডার পাঁচ মাস বয়েস, তখনও মুখে ভাত হয়নি। সে মেয়ের এখন বিয়ে দিয়েছি। দুই ছেলের বিয়ে দিয়েছি। কুড়ি-বাইশ বছর আগে জঙ্গলে পড়িছে।

তারপর আপনি কীভাবে ছেলে মেয়েদের বড় করলেন ?

আমি নিজি তারপর থেকি মাছ কাঁকড়া ধরতি যাই আর কি করব ? আর সংসারে হাইল নেই তো। সে যদি মরি যায়, স্বামী-স্ত্রী দুজন,

আপনি এখন কি করেন ?
মাছ কাঁকড়া ধরতে যাই জঙ্গলে। আজকালকার ছেলিরা কি খাতি দেয় না খাটলে, জমি জাগা তো নাই। খালি তো ভিটে মাটি। একা তো যাতি পারি না দুজনে যাই, দিনে তিন চারশ হয়।
আপনার ভয় করে না ?
ভয় করে কোথায় যাব ? স্বামী নাই যার তাকে কে দেখবে ?

ছবি ঃ কৌশিক চ্যাটার্জী

তারে তো নিয়ি আসতে পারে নাই ফিরায়ে।

বিনোদিনী বাইন (৬৮)

কত দিন আছ চরঘেরীতে ?
সে অনেক দিন।
আগে কোথায় ছিলে ?
বাংলাদ্যাশে। বেতকাশীতে।
বিয়ে হল এখানে ?
না না, বাংলাদেশেই বিয়ে হল। তারপর শ্বশুর-শ্বাশুড়ী আসল এহানে, জমি-জমা নিল, আসলাম।
তোমার স্বামী যখন জঙ্গলে পরল তখন তোমার বয়স কত ছিল ?
সে আমার অত হিসাব নাই। আমার চারটা মেয়ে। তখন ছোট ছিল। ওর বাবা থাকতি দুটো বিয়ে দিছিলাম। পরে দুটো দিছি। আমি এহন বড় জামাইয়ের কাছেই থাকি।
কোন জঙ্গলে গিয়ে ছিলেন আপনার স্বামী মনে আছে ?
তা সে কেডা জানে ? তারে তো নিয়ি আসতে পারে নাই ফিরায়ে।

ছবি ঃ কৌশিক চ্যাটার্জী

চরঘেরী গ্রামের দাই মা সরস্বতী মৃধার সাক্ষাৎকার

তোমাদের ছায়েন্‌ছ আছে আমার ভগবান আছে

আপানার নাম সরস্বতী মৃধা ?

আগে তো নাম ছিল সরোদিনী তা ওই ভোটের কার্ডে নাম তোলার সময় সরস্বতী করি দিল।

আপনার বাপের বাড়ি কোথায় ছিল ? এখন কি করেন ?

আমি এই মাছ কাঁকড়া ধরে বেড়াই। বাপের বাড়ি ছিল নয় নম্বরে। দুই ছেলি অল্প অল্প জমি ভাগ করি নিসে - এহন আমি আলাদা খাই। মীন বাগদা ধরি, কাঁকড়া মারি। ঐ যে দ্যাখলেন কালকি কাঁকড়া মারি যাচ্ছিলাম।

কোথায় মাছ ধরেন ? কতদিন ধরে ধরছেন ?

ও সে আমার ছেলিপিলে তখন ছোট তখন থেকে আমি পিন বাগদা ধরি, কাঁকড়া মারি। এপার ওপার দুপারেই যাই। এখন আর এপারে বাগদা পড়তেছে না। যাদের লৌকা আছে তারা ওপার যাতি পারে। আমার ছোট ছেলের একটা লৌকা আছে - তা আটন জাল ধরে।

কাঁকড়া ধরে এখন আপনার কিরকম হয় ?

ঐ যাট, সত্তর, পঞ্চাশ যেদিন যেমন হয়।

সকালে কখন বনে যান ?

ঐ যে সকালে বনে যাই আর ভাটা লাগলে আসি। ওই ওপারে গেলাম কালকে- তো বাঘ গর্জে উঠেছে, তাই ছুটে এপার এলাম।

বাঘ দেখেছেন ?

না বনের কোনে দেখি নি। ওই গর্জানি শুনেছি। চোখে দেখিনি। চোখে দেখেছি ওই একবার যেবার বাঘ পার হয়েছিল - ওই ধান ক্ষেতে ঢুকে গিছিল। সে তো সবাই দেখেছিল।

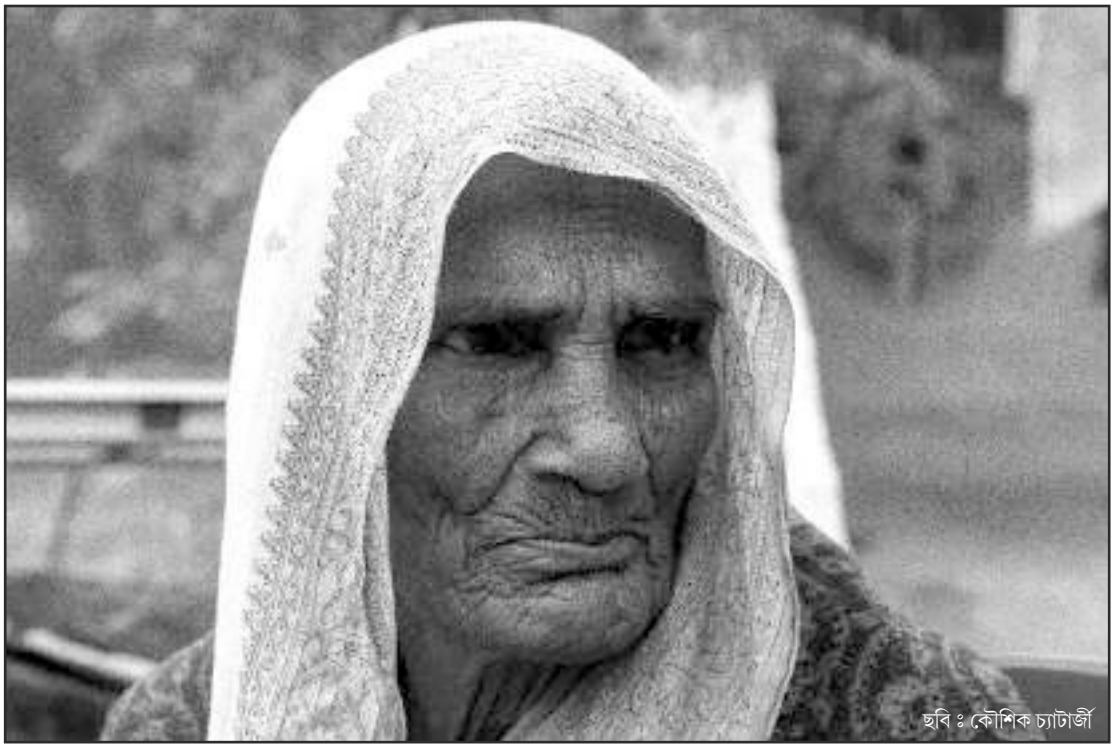

ছবি ঃ কৌশিক চ্যাটার্জী

বাঘ যখন জালের উপর থাবা দেছে, তখন আমি জলে তলায় গেছি।

ময়না ঘরামী ঃ (৭৬)

আপনার বাড়ি কোথায় ছিল ?

বাংলাদেশের খুলনা জেলার ডাকুর থানায়।

আপনার স্বামী কি ওখানেই ...

হ্যাঁ, ওই ঝড় বেলায় কাজ করতি গেছিল বাড়ি আসার সময় ঝড় উঠি গেল - রাস্তায় গাছ পড়ি গেল।

উনি মারা যাওয়ার পর আপনি এখানে এলেন কি করে ?

সব লোক তো আসতো, তখন চলে আলাম তাদের সাথে। সেই উন সত্তর সালে।

তখন আপনার বয়স কত ছিল ?

সে আমি বাবা বলতি পারব না। আমার মনে নাই। তখন আমার বাচ্চা ছেলেটা ছোট, কোলে ছিল, ন্যাতা।

আপনার ছেলে মেয়ে কটি ? তারা কোথায় ?

তিন ছেলে আর একটা মেয়ে। ছেলেরা সব বাইরে কাজ করে। বড় ছেলে গেছে মধ্য প্রদেশে। ওখানে চাষ বাসের কাজ করে। ছোট দুটো রাজমিস্ত্রীর জোগারের কাজ করে কলকাতার দিকে। মাঝে মাঝে আসে। মেয়ের তো বাংলাদেশে থাকতি বিয়ে দিছিলাম। মেয়ে জামাই এখন অসিছে আমার ঘরে।

তোমাকে তো একবার বাঘে ধরেছিল না ?

নদীর পাড় দি জাল টানি যাতি ছিলাম। চর থেন বাঘ আমাদের দেখিছে। লৌকায় পুরুষ মানুষ ছিল। বাঘ যখন জালের উপর আসি থাবা দেছে তখন আমি জলে তলায় গেছি। বাঘ জালের উপর থাবা দেছে। আমি সাতঁরায় মাঝ নদীত চলি গেছি। আমার সাথে যারা ছেল তারা ভাবছে আমারে বাঘে নেছে। বাঘ তহন জালের উপর দাপাচ্ছে। পরে ওরা আমারে লৌকায় তুলি আনিছে - আমি তখন প্রায় মরি গেছি।

এখন আর জঙ্গলে যেতে ইচ্ছা করে ?

অ্যাহন তো আর হাঁটতি চলতি পারি না। ওই বাড়ির মধ্যি এট্টু চলা ফেরা করি।

‘মেয়েটিকে ১০১ টাকায় কিনেছিল আমার এক আত্মীয়’

শকুন্তলা মিদ্দে

মৈপীঠের বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের শকুন্তলা মিদ্দের কাছ থেকে ডাকযোগে একটি লেখা আমাদের দপ্তরে পৌঁছাল। কোন ভাবে আমাদের পত্রিকার একটি সংখ্যা সুন্দরবনের এই গৃহবধূর হাতে পৌঁছেছে। চলভাষে কথা প্রসঙ্গে তাঁকে বলেছিলাম আগামী সংখ্যায় সুন্দরবনের মেয়েদের নিয়ে বেশ কিছু লেখা প্রকাশের পরিকল্পনার কথা। শকুন্তলা লিখে পাঠিয়েছেন তার দেখা এক গ্রাম্য মহিলার কথা। নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় বিয়ে হয়ে যায় শকুন্তলার। পরে নিজের চেষ্টায় মুক্ত বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন। দুই ছেলের একজন বি.এ পাশ করেছে আর একজন মাধ্যমিক দেবে এবার। স্বামী কৃষি শ্রমিক, শকুন্তলাও তাই। নিজেদের জমি বলতে ওই ভিটেটুকু। প্রান্ত সুন্দরবনের এই গৃহবধূর লেখাটি হাতে পেয়ে মনে হচ্ছিল হয়তো এই জন্যই আমরা ‘শুধু সুন্দরবন চর্চা’ শুরু করেছিলাম। সাধারণ, অতি সাধারণ মানুষ তাঁদের চোখে দেখা প্রকৃত সুন্দরবনের ছবি আঁকবেন আমাদের পত্রিকার পাতায় এই তো ছিল আমাদের প্রাথমিক স্বপ্ন। না, অসাধারণ লেখন শৈলী তাঁর নেই, নেই ভাষার নানা কারুকাজ, আঞ্চলিক কথ্য ভাষা তাঁর বানানকে প্রভাবিত করেছে অনেকটাই - তথাকথিত প্রাবন্ধিক, সাহিত্যিক, গবেষকদের পাশে শকুন্তলা মিদ্দের এই লেখা একেবারেই বেমানান মনে হতে পারে, তবু এই লেখা প্রকাশ করতে পেরে আমরা নিজেদের গর্বিত বোধ করছি। কারণ আবারও বলছি সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের নিজেদের কলমে নিজেদের কথা ফুটে উঠবে এই তো আমাদের চিরকালীন চাওয়া। - সম্পাদক।

এ কোন গল্প কাহিনী নয়। সুতপার কথা আমার স্বচক্ষে দেখা ও স্বকর্নে শোনা। কুলতলী ব্লকের মৈপীঠ বৈকুণ্ঠপুর বিবেকানন্দ মোড় কমিউনিটি হলে F.P.C কমিটির মিটিং সেরে বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে ৭টা বেজে গেছে। রাস্তা ঘুটঘুটে অন্ধকার নিজের হাতও নিজে দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ রাস্তার পাশ থেকে কান্নার শব্দ ভেসে এল। আমি চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি চর্টটা জ্বালিয়ে দেখলাম ২২-২৩ বছরের একটি মেয়ে, আমার দিকে আগিয়ে আসছে। বেষভূষা দেখে খুব গবীর ঘরের মনে হয় না। আমি মেয়েটিকে বললাম কে তুমি? কাঁদছই বা কেন? বাড়িটা বা কোথায়? মেয়েটি বলল, আমি খিদিরপুর-এ একটা বাড়িতে কাজ করি। মেয়েটিকে বললাম তোমার বাবা মা একা পাঠাল কেন এমন দূর দূরান্তে। আরও জোর গলায় কেঁদে ফেলল মেয়েটা, বলল গ্যান হওয়ার পর বাবা মাকে চোখেও দেখিনি, যে বাড়িতে কাজ করি তারা বলেন যে, আমার মা সুন্দরবনের নদীতে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে কুমিরের গালে প্রাণ দেয়। আমি তখন ১ বছরের। বাবা নিরুপায় হয়ে আমাকে কলকাতার ঐ বাড়িতে রেখে কোথায় চলে যায়। তখন আমি খুব ছোট। ওই বাড়ির লোকের মুখে জেনেছি আমাদের বাড়ি এই বৈকুণ্ঠপুরের কাছে কোথাও ছিল। তাই এসেছিলাম খুঁজতে। কিন্তু অনেক বেলা হয়ে গেল। এখন কিভাবে ফিরব বুঝতে পারছি না। বললাম তোমার থাকার ব্যবস্থা যে কোন বাড়িতে হতে পারে। এই সুন্দরবনের গ্রাম্য মানুষরা নিজের আসন ছেড়ে দেয় অতিথি দেখলে। চলো সুশীলবাবুর বাড়িতে তোমাকে রেখে আসি, সকালে ঠিকঠাক ভাবে চলে যেও, বাড়ির লোক চিন্তা করবে। পরের দিন সকালে সুতপা রওনা দিল। দুদিন পরে দেখি সুতপা আবার সুশীলবাবুর বাড়িতে ফিরে এসেছে। খোঁজ করাতে বলল, যে বাড়িতে কাজ করত তারা না বলে চলে আসাতে এবং বাড়ির বাইরে রাত কাটানোয় তাকে বের করে দিয়েছে। কোথায় যাবে বুঝতে না পেরে আবার এখানে ফিরে এসেছে। কয়েক মাস কাটার পর সুশীলবাবুদের এক পরিচিত ছেলের সঙ্গে তারা সুতপার বিয়ে দিল দেউলবাড়ি অঞ্চলে। সুতপার স্বামী প্রথম থেকেই সুতপার কাছে পুত্র সন্তান দাবি করে। সুতপা গর্ভবতী হয়। রাত্রি ১টার সময় সুতপার গর্ভযন্ত্রণা শুরু হয়। বাড়ি থেকে হাসপাতাল অনেক দূরে। রাস্তার অবস্থা মানুষ সমান উচু নিচু। নেই কোন এ্যম্বুলেন্স ব্যবস্থা। ভাল মানুষ ঐ রাস্তায় বিছানায় সজ্জা হয়ে পড়ে, তায় গর্ভবতী। ম্যাসিন ভ্যানে তুলে যাওয়ার সময় মাঝ পথে একটি মৃত সন্তানের জন্ম দেয় সুতপা। তারপরে কেটে যায় কয়েক মাস। পুনরায় সন্তানসম্ভবা হলো সুতপা, এবার দুটি জমজ কন্যা সন্তান জন্ম দিল। স্বামীর অত্যাচারে চার নম্বর সন্তান নিতে বাধ্য হলো। কিন্তু নিয়তীর কি খেলা - অভাগা যে দিকে চায় সাগর যেন শুকায়ে যাওয়ার অবস্থা। আবারও হল কন্যা সন্তান। সুতপার স্বামী সন্তান সহ সুতপাকে মাতলা নদীতে কেটে ভাসিয়ে দিতে উদ্যত, প্রচুর রাগায়ীত অবস্থা, অনেক বুঝিয়ে কোন মতে শান্ত করল সবাই তার স্বামীকে। তারপর আমার এক আত্মীয়ের কাছে ওরা ওদের সেই ছোট্ট মেয়েটিকে বিক্রি করে দিল - রাধাবল্লভপুরে গিরিন মন্ডলের কাছে।

আজ থেকে বছর ১৩-১৪ আগের কথা। সুতপা তখন তার মেয়েটিকে কোন মতে পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখতে পারলে বেঁচে যায়। মাত্র ১০১ টাকায় আমার আত্মীয় মেয়েটিকে কিনে নেয়। মেয়েটি এখন ক্লাস এইটে পড়ে। আত্মীয়ের বাড়িতে গেলে মেয়েটির সাথে গল্প করি, খুব ভাল মেয়ে। আর সুতপা? সে তার যমজ মেয়েদের পড়াতে পারেনি। আইলাতে তার ঘর বাড়ি সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কোন রকমে টিকে আছে সুন্দরবনের হাজার গরীবদের একজন হয়ে।

(সঙ্গত কারণে লেখায় ব্যবহৃত নামগুলি পরিবর্তন করা হল এবং বানান অপরিবর্তিত রাখা হল)